অবদাত রুমালে যা আছে গোপিত,
প্রয়োগে তার হবে কি সংসার আলোকিত?

ড. শামস্ রহমান

দাদু ছিলেন আমার প্রাণের মানুষ।
সেই ছোট্টবেলা
ফরিং ধরা খেলা, ঘুড্ডি কাঁটা কায়দা, আর
স্লেট-জুড়ে মস্ত বড় অক্ষরে জীবনে প্রথম নিজের নাম লেখা -
এসব দাদুর কাছেই শেখা।

উন্নিশ্য আটান্ন। দাদু তখন খুব অসুস্থ ও রুগ্ন।
সকাল-সন্ধ্যা সময় কাঁটে তার আন্দামানের অন্ধকারে,
ঈশানকোণের ঐ ছোট্ট ঘরে।
ঘুড্ডি-লাটাই, স্লেট-চক, আর ফরিং ধরার সাজসরঞ্জাম -
বোঝার আগেই বস্তা বোঝাই ঝিকেয় উঠে অবশেষে লৌহ মানবের নির্দেশে।
সেই থেকে দুঃসময় নেমে আসে ছদ্মবেশে।

মৃত্যুর ঠিক তিন দিন আগে, নিরতিশয় আবেগে;
রাতের শেষ প্রহরে দাদুর ডাক পরে তার কারঘারে।
শিওড়ের পাশে বালিশের ওসারে সযত্নে গোপিত অবদাত
একটি রুমাল হাতে দিয়ে বলে -
এটা বুকের মাঝে ধারণ করো আজীবন;
দেখো, যত প্রহর গড়াবে; তত বেড়ে যাবে এর প্রয়োজন!
পৌঁছে দিও প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে।
সেই থেকে রুমালটি আমার হৃদয় পকেটে।

কি আছে রুমালের পরতে পরতে?
যাদুকরের আলতো ঝাঁকুনিতে ঝরবে কি
মণি মুক্তা জহড়? ভরবে কি রাখালের খাল বিল হাওড়?
নাকি যাবে উড়ে বিশ্বদুয়ারে এক ঝাক শুভ্র পায়রা?
নাকি কেবলই শূন্যতায় ভরা?
এতকাল এসব অনুসন্ধানের অভিপ্রায় বন্দি ছিল হৃদয়ের আয়নায়।

কালের প্রবাহে বহে বিক্ষিপ্ত জনতার পাহাড় ভাঙা ঢল;
দেখি দ্বন্দ্ব,
ঘটে কারবালা, আসে জয় ও আনন্দ।
আসে তেতাল্লিশের কাল আকাল, দেখি ভুখা মিছিল সকাল বিকাল।
দেখি সবুজ প্রান্তর ঘিরে নতুন অঙ্গীকারে ঘুড়ে দাঁড়াবার এক বিস্তীর্ণ আয়োজন।
দেখি বিশ্বাসে সংঘাত, মহানায়কের বুকে শিমারের খোলা তরবারির আঘাত।
দেখি জনবিচ্ছিন্ন কতিপয় বিষাক্ত ছোরাধারীর নগ্ন রক্তাক্ত খেলা, বহে আত্মঘাতি আনন্দ সিংহাসনের জন্য।

তারপর দীর্ঘ পথ চলা চিতার গতিতে পশ্চাৎ পথের অন্ধ গলিতে।
অবশেষে আসে এক বিশ্বয়! দেখি পূর্ব দিগন্তে একাত্তুরের সূর্যদয়!
তবে এখনও তা আচ্ছন্ন জীবন্ত ভিসুভিয়াসের অগ্ন্যুত্পাতের ঘন কালো তপ্ত ধূয়ায়।

ইদানিং প্রায়ই দাদুর কথা মনে হয়।
মুখখানি তার ভেসে উঠে পুনঃপুন যেন এমন নির্ভীক ছবি অতীতে দেখিনি কখনো!
অকস্মাৎ মনে পড়ে হৃদয় পকেটে সযত্নে রক্ষিত সেই রুমালের অস্তিত্ব।
ছ'যুগ পর আজ খুলে দেখি তাতে সিদ্ধ হাতে বোনা রুমালে আবদ্ধ এখনও অমলিন দুটি শব্দ – নৈতিকতা ও সততা।।

বেন্টোটা, শ্রীলংকা, ২১ ডিসেম্বর, ২০১৮